POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○ (آل عمران:29)

'মোমেনগণ যেন মোমেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে, এবং যে কেহ ইহা করিবে, আল্লাহর সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ২৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14ই ফেব্রুয়ারী, 2019 8 জামাদি আল সানি 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

বিরুদ্ধবাদীদের জন্য দোয়া করা উচিত

লোকেরা তোমাদের কষ্ট দিবে, যাবতীয় উপায়ে যাতনা দিবে, কিন্তু আমাদের জামাতের মানুষ যেন সংযম না হারায় আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মনঃপীড়াদায়ক কোন ভাষা প্রয়োগ না করে

ধনীদের মধ্যে অহংকার আছে, কিন্তু বর্তমান যুগের উলেমারা তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অহংকার একটি প্রাচীরের ন্যায় তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সেই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে চাই এই প্রাচীর ভেঙ্গে গেলে তারা অহংকার ত্যাগ করে আমার দিকে আসবে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

বিরুদ্ধবাদীদের জন্য দোয়া করা উচিত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছি। উদ্দেশ্য ছিল তাদের অহংকার দূরীভুত করা। এগুলি কর্কশ ভাষা নয়, বরং তিক্ত ঔষধ স্বরূপ। যেভাবে কথিত আছে যে সত্য সবসময় অপ্রিয় প্রতীত হয়। কিন্তু লেখনীর এমন ভাষা প্রয়োগ করা প্রত্যেকের জন্য বৈধ নয়। এবিষয়ে জামাতের সতর্ক থাকা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুক যে, সে কেবল হঠকারিতা ও বৈরিতার কারণে এমন ভাষা প্রয়োগ করছে, নাকি এটি কোন সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ?

তিনি বলেন: বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করা উচিত নয়। বরং সমধিক দোয়া করা উচিত এবং অন্যান্য সকল পন্থায় তার সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

তিনি বলেন: লোকেরা তোমাদের কষ্ট দিবে, যাবতীয় উপায়ে যাতনা দিবে, কিন্তু আমাদের জামাতের মানুষ যেন সংযম না হারায় আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মনঃপীড়াদায়ক কোন ভাষা প্রয়োগ না করে। আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

তিনি বলেন: এটি ঐশী কাজ। আর এই কাজ থেমে থাকতে পারে না। এ বিষয়ে আমার কোন স্বার্থ জড়িত নেই আর আমার প্রচেষ্টাও কোন গুরুত্ব রাখে না।

তিনি বলেন- মানুষের গালমন্দ শুনে আমি বিন্দু মাত্র উত্তেজিত হই না।

ধনীদের মধ্যে অহংকার আছে, কিন্তু বর্তমান যুগের উলেমারা তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অহংকার একটি প্রাচীরের ন্যায় তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সেই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে চাই। এই প্রাচীর ভেঙ্গে গেলে তারা অহংকার ত্যাগ করে আমার দিকে আসবে।

তিনি বলেন: আল্লাহ্ তালা মুত্তাকীকে ভালবাসেন। খোদা তা'লার মাহাত্ম্যকে স্মরণ কর। এবং তাঁকে ভয় কর। স্মরণ রেখো! সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা। কাউকে যাতনা দিও না বা কারো প্রতি রুক্ষ আচরণ করো না। কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না। জামাতের যদি একজন ব্যক্তিও অসৎ হয়, তবে সে আমাদের সকলের দুর্নাম বয়ে আনবে। যদি তুমি ক্রোধাবেগপ্রবণ হও, তবে আত্ম বিশ্লেষণ করে দেখ যে, এই ক্রোধের উৎস কোথায়? এটি যারাপরনায় স্পর্শকাতর পর্যায়।

সৎকর্মপরায়ণতা সম্পর্কে উপদেশাবলী

জামাতের হিতের জন্য সমধিক জরুরী বিষয় যা আমার মনে হয় তা হল তাকওয়া সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া। কেননা, প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট স্পষ্ট যে, তাকওয়া ভিন্ন আল্লাহ্ তা'লা অন্য বিষয়ে সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (النحل:129)

আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়া আবশ্যক। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত যিনি নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন। যাতে সেই সমস্ত মানুষ যারা কোন কোন প্রকারের বিদ্বেষ, মনমালিন্য বা অবাধ্যতায় নিপতিত ছিল এবং বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত ছিল, তারা যেন এই যাবতীয় প্রকার দুর্যোগ ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়।

একথা সুবিদিত যে, যদি কেউ অসুস্থ হয়, সেই রোগ যতই তুচ্ছ হোক বা গুরুতর, আর সেই রোগের ঔষধ সেবন না করা হয়, চিকিৎসার জন্য কষ্ট সহ্য না করা হয়, তবে রোগ নিরাময় হতে পারে না। চেহারায় একটি কালো দাগ বার হলে মানুষকে তা বিচলিত করে তোলে, এই আশঙ্কায় যে, পাছে সেটি সমগ্র মুখমণ্ডলকে মলিন না করে তোলে। অনুরূপে পাপরূপী কালো দাগ অন্তরকে কলঙ্কিত করে দেয়। লঘু পাপের প্রতি অবহেলা মানুষকে অবশেষে গুরু পাপের পথে পরিচালিত করে। লঘুপাপ সেই ছোট দাগগুলি যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে সমগ্র মুখমণ্ডলকে কালো করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা রহীম ও করীম, আবার তিনি কাহহার (শাস্তিদাতা) ও মুন্তাকিম (প্রতিশোধগ্রহণকারী) ও বটে। যখন তিনি দেখেন, একটি জামাত কেবল বড়

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বয়আতের শর্তাবলী এবং আহ্‌মদীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গানুবাদ: শেখ জুলফিকার আলি মাহমুদ, মুরুব্বী সিলসিলা

(তৃতীয় পর্ব)

বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত

"মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, পাপ, অবাধ্যতা, অন্যায়অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তিও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউকনা কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।"

কেবলমাত্র এই একটি শর্তে নয় ধরনের পাপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বয়আত গ্রহণ কারীকে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি নিজেকে সৈয়্যেদনা হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হইবার দাবী করে থাকেন তাহাকে এই সমস্ত কু-কর্ম হইতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

সর্বাধিক পাপ-মিথ্যা

আসলে সব থেকে বড় পাপ মিথ্যা সেহেতু যখন কোন এক ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে এমন একটি উপদেশ দেন যাহার উপর আমি আমল করিতে পারি। কারণ আমার মধ্যে বহু পাপ বিদ্যমান রহিয়াছে যেগুলিকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তিনি (সাঃ) বলিলেন, আজ হইতে অঙ্গিকার কর যে, সর্বদা সত্য কথা বলিবে কখনও মিথ্যা বলিবে না। ইহার ফলে ঐ ব্যক্তি একটি একটি করিয়া সমস্ত কু-কর্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। কারণ যখনই তাহার কোন দুষ্কর্মের কথা মনে উদয় হয় তৎক্ষণাত ইহাও স্মরণে আসে যে, যখনই ধৃত হইব আমাকে আঁ হযরত (সাঃ) এর সমিপে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁর কাছে আমি মিথ্যা কথা না বলার প্রতিশ্রুতি করিয়াছি। সেহেতু যদি সত্য কথা বলি তবে হয়তো লজ্জিত হইতে হইবে নচেৎ শাস্তি পাইব। এই ভাবে ধিরে ধিরে তাহার সমস্ত পাপ নির্মূল হইয়া গিয়াছিল । আসলেই মিথ্যাই সমস্ত পাপের মূল সমস্ত পাপের জনক/জননী।এখন আমি ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি, কোরআন করীমে আল্লাহতা'লা বলেন :-

তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক। (আল হজ্ব আয়াত-৩১)

পুনরায় বলেন :-

অর্থ:- শুন! বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে,) 'আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদিগকে মর্যাদায় আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিয়া দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

(সুরা আল যুমার আয়াত-৪)

মুসলিম শরীফের একটি হাদিস এ উল্লিখিত আছে আব্দুল্লা বিন ওমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, চারটি বিশেষ কথা যাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে সেই প্রকৃত মুনাফেক (কপট)। যাহার মধ্যে এই গুলির কোন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকিবে বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে কপটতার একটি চারিত্রিক দোষ বিদ্যমান আছে যতক্ষণ না সে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেয়।

(১) যখন কথা বার্তা বলে মিথ্যা বক্তব্য রাখে অর্থাৎ যখন সে কথা বার্তা বলে তাহাতে মিথ্যার সংযোগ থাকে। এবং মিথ্যা কথা বলিতে থাকে।

(২) এবং যখন প্রতিজ্ঞা করে তাহা পরবর্তিতে ভঙ্গ করে । এবং বিশ্বাস ঘাতকতায় লিপ্ত হয়।

(৩) এবং যখন প্রতিশ্রুতি করে তাহা অপরিপূর্ণ রাখে (ইহা ও মিথ্যার একটি অঙ্গ)।

(৪) যখন ঝগড়া বিবাদ করে কটুক্তি করে। উক্ত সমস্ত বিষয় মিথ্যার সঙ্গে সংযুক্ত রক্ষা কারী বিষয়। আবার একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই সংবাদ আমার নিকট পৌছাইয়াছিল যে, আব্দুল্লা বিন মাসউদ (রাঃ) বলিতেন আমাদিগকে সত্যতা গ্রহণ করা কর্তব্য কারণ সত্যতা পুণ্যের দিক প্রদর্শন করে এবং পুণ্য জান্নাতের পথ প্রদর্শন করায়। মিথ্যা হইতে উদ্ধার লাভ কর কারণ মিথ্যা অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং অবাধ্যতা জাহান্নামের দুয়ারে পৌছাইয়া দেয়। কেন আপনি অবগত নন যে, বলা হইয়া থাকে ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে এবং আনুগত্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং মিথ্যা বলায় অবাধ্যতার জালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (মোত্তা ইমাম মালিক, বাব মা ওয়াল কিযবে)

আবার মসনদ আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু রায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন যদি কোন ব্যক্তি ছোট শিশুকে ডাকিয়া বলে যে, এস আমি তোমাকে কিছু দিব। পরে সে যদি ঐ শিশুকে কিছু না দেয় তবে ইহা মিথ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২,প্রকাশন বায়রুত)

ইহা তরবিয়তের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। শিশুদের তরবিয়তের বিষয়ে ঠাট্টার ছলেও এমন মিথ্যা কথপ কথন যেন না হয়। নচেৎ এই ভাবে ঠাট্টার মাধ্যমে শিশুদিগের মধ্যে কটু বাক্যালাপের অভ্যাস হইয়া থাকে যাহা পরবর্তিতে যখন পরিপূর্ণ অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মিথ্যা কথা বলিতেও পিছপা হয় না এবং তাহার অনুশোচনায় শেষ হইয়া যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সত্যবাদীতা পুণ্যের দিকে লইয়া যায় এবং নেকি জান্নাতের দিকে ।

এবং যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে সে, খোদার সমিপে সত্যবাদী হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এবং মিথ্যা-পাপ এবং অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করায় এবং অবাধ্যতা জাহান্নামের দিকে।এবং যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে সে খোদার সমিপে মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য হয়।

(বুখারী কিতাবুল আদব, বাব কাওলুল্লাহ্‌ "ইত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মাআস সাদেকীন)

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বিন উমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন - জান্নাত লাভের পন্থা কি? আঁ হযরত (সাঃ) বলিলেন সত্য কথা বলা। এবং যখন ব্যক্তি সত্য কথা বলে সে তখন আনুগত্যশীল হইয়া যায় এবং যখন যে অনুগত হইয়া যায় তখন সে প্রকৃত মোমেনে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং প্রকৃত মোমেন হইয়া যাইবার পর অবশেষে সে জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করে। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিল ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ দোযখ এ নিক্ষিপ্ত হইবার কারণ কি? আঁ হযরত (সাঃ) বলিলেন, 'মিথ্যা' এক ব্যক্তি যখন মিথ্যা কথা বলে সে অবাধ্যতা করে এবং যখন কেহ অবাধ্যতা করে ঐ সময়ে সে অবিশ্বাসিদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যায় এবং ইহার উপর কেহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় তাহার প্রতিফল স্বরূপ অবশেষে সে জাহান্নামে (নরকে) নিপতিত হইয়া যায়।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৭৬ প্রকাশন বায়রুত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন যে, :-কোরআন শরীফ এ মিথ্যাকে ও একটি অপবিত্রতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে যেমন বলা হইয়াছে তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক। (আল হজ্ব আয়াত ৩১) লক্ষ্য করুন এখানে মিথ্যাকে মুর্ত্তির সমকক্ষে রাখা হইয়াছে সত্যই মিথ্যাও একটি মুর্ত্তি নতুবা কেন সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার দিকে ধাবিত হইত যেমন মুর্ত্তির অন্তরালে কোন সত্যতা থাকে না ঠিক তদ্রুপ মিথ্যার পিছনে কেবল উপঢৌকন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মিথ্যাবাদীর উপর হইতে এতদূর পর্যন্ত বিশ্বাস উঠিয়া যায় যে, যদি সে সত্য কথাই বলে তবুও অন্তরে এই ধারণাই হয় যে, ইহাতেও যেন কোন মিথ্যার মিশ্রন আছে।

যদি মিথ্যাবাদী ব্যক্তি চেষ্টা করে যে, আমার মিথ্যা স্থীমিত হইয়া যাক কিন্তু তাহা শীঘ্র দূরীভূত হয় না। দীর্ঘ দিন যাবৎ অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাহার সত্য কথা বলার অভ্যাস হইবে।

(মলফুজাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৩৫০)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও ব্যক্ত করেন যে, "মানুষের স্বভাবজাত অবস্থা সমুহের মধ্যে সত্যবাদীতা তাহার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তি মূলক কোন স্বার্থ বোধ তাহাকে প্ররোচনা না যোগায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় লইতে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এই কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচরণ প্রমাণিত হয়, মানুষ তাহার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু স্বভাবজঃ অবস্থা নৈতিকতার পর্দায় অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেননা শিশু এবং পাগলও উহা পালন করিতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত না মানুষ এই হীন বাসনা সমূহকে জলাঞ্জলি না দেয় যাহা সত্যবাদীতার পথে বাধা সৃষ্টি করে সে পর্যন্ত যে প্রকৃত সত্যবাদী হইতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সমস্ত বিষয়ে সত্য কথা বলে

এরপর ১১পাতায়...

জুমআর খুতবা

“হে আনাসারদের দল! তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমন পুণ্যবান মানুষও রয়েছেন, যদি তারা খোদার শপথ করে কোন কথা বলে ফেলেন, তবে আল্লাহ্ তা’লা তাদের কথা অবশ্যই পূর্ণ করেন।”

নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা বদরী সাহাবী

হযরত খাল্লাদ বিন আমার বিন জমুহ এবং হযরত উকবা বিন আমির রাযিআল্লাহ্ আনহুমার জীবনালেখ্য

“হে হিন্দ! আমর বিন জুমুহ, তোমার পুত্র খাল্লাদ এবং ভাই আব্দুল্লাহ্ জান্নাতে পরস্পর বন্ধু”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রবীন, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী আহমদী মহিলা সিস্টার আলিয়া শাহীদ সাহেবের মৃত্যু, যিনি মাননীয় আহমদ শহীদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মৃতার প্রশংসাসূচক গুণাবলী এবং জামাতে তাঁর অসামান্য সেবা ও অবদানের উল্লেখ।

আল্লাহ্ তা’লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর বংশধরদের মধ্যেও সেবাদানের সেই স্পৃহাও চেতনা গড়ে তুলুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১১ জানুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১১সুলাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: হযরত খাল্লাদ বিন আমর বিন জমুহ্ একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্, তার ভাই হযরত মায, হযরত আবু আয়মান এবং মুআওয়েয-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত আবু আয়মান সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি তার ভাই ছিলেন না বরং তার পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্-এর বিমুক্ত কৃতদাস ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

বদরের যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে মদীনার বাইরে মহানবী (সা.)তাঁর সেনাদলের সাথে সুকিয়ার কাছে এক জায়গায় অবস্থান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাতাদা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, সুকিয়ার জনবসতির পাশে তিনি নামায আদায় করেন, এটি একটি জায়গা ছিল যেখানে কূপও ছিল, আর তিনি মদীনাবাসীদের জন্য দোয়া করেন। হযরত আদি বিন আবি আযযাগবা আর বাস্‌বাস্ বিন আমর এখানে অবস্থানকালে মহানবী (সা.)এর সকাশে উপস্থিত হন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামও রসূলুল্লাহ্(সা.) এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার এখানে অবস্থান এবং সাহাবীদের অবস্থা যাচাই করা ভালো কাজ আর আমরা এটিকে শুভ লক্ষণ মনে করি, কেননা আমাদের অর্থাৎ বনু সালেমা এবং হুসাইকাবাসীদের মাঝে যখন যুদ্ধ হয় তখন আমরা এখানেই শিবির স্থাপন করেছিলাম। পুরোনো কথা বর্ণনা করছেন তিনি, অর্থাৎ প্রাক ইসলামী যুগের কথা। মদীনার পাশে যুবাব নামের একটি পাহাড় রয়েছে, এই পাহাড়ের পাশে হুসাইকা নামের একটি জায়গা ছিল যেখানে ইহুদীদের একটি বড় জনবসতি ছিল। তিনি বলেন, আমরাও এখানেই আমাদের সাথীদের সংখ্যা খতিয়ে দেখি আর যারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতো তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিই আর যারা অস্ত্র-চালনার সামর্থ্য রাখতো না তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিই। এরপর আমরা হুসাইকার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই। ইহুদীদের মাঝে হুসাইকার ইহুদীরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। আমরা তাদেরকে যেভাবে চেয়েছি হত্যা করেছি, অর্থাৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। তাই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আশা করি আমরা যখন কুরাইশের মুখোমুখি হব তখন আল্লাহ্ তা’লা আপনাকে নয়নের স্নিগ্ধতা দান করবেন অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করবেন যেভাবে অতীতে আমরা বিজয় লাভ করেছিলাম।

হযরত খাল্লাদ বিন আমর বলেন, যখন সূর্য উদিত হয় তখনআমি খুরবায় আমার পরিবার পরিজনের কাছে যাই, খুরবা সেই পাড়ার নাম যেখানে মুসলমানদের ঘর ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা আমর বিন জমুহ্ বলেন, আমার ধারণা ছিল তুমি হয়তো চলে গিয়েছ। পূর্বে যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতে লেখা ছিল যে, পিতা আমর বিন জমুহ-র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আসলে তার পিতা বদরের যুদ্ধে শামিল ছিলেন না। এই রেওয়ায়েত এবং পরবর্তী রেওয়ায়েত থেকেও এটিই জানা যায় যে, পিতা বদরের যুদ্ধে শামিল ছিলেন না। আমি তাকে বললাম যে, মহানবী (সা.) সুকিয়ার ময়দানে মানুষের যুদ্ধের প্রস্তুতির নিরীক্ষণ করছেন ও সংখ্যা জেনে নিচ্ছেন। তখন হযরত আমর বিন জমুহ্ বলেন, কত শুভ লক্ষণ এটি! খোদার কসম, আমি আশা করি তোমরা গনিমতের মাল পাবে আর মক্কার মুশরেকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। যেদিন আমরা উসাইকা অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেছি সেদিন আমরা এখানেই ঘাটি স্থাপন করি। পূর্বের রেওয়ায়েতে যে কথা এসেছে সে কথার তিনিও সত্যায়ন করছেন। অর্থাৎ ইহুদীদের সাথে তাদের যে যুদ্ধ হয়েছে সে কথা হচ্ছে।

হযরত খাল্লাদ বলেন, মহানবী (সা.) হুসাইকার নাম পরিবর্তন করে সুকিয়া রেখেছেন। আমার হৃদয়ে সুকিয়া অর্থাৎ এই জায়গাটি ক্রয় করার বাসনা জগে। কিন্তু আমার পূর্বেই হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস দুটো উটের বিনিময়ে সেই জায়গা ক্রয় করে ফেলেন, আর কারো কারো মতে সাত আউকিয়া অর্থাৎ দুইশত আশি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। মহানবী (সা.) এর কাছে যখন এই কথা উত্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, রাবেহা বায়া’। অর্থাৎ এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (মুজুজিমুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২, আসিফ প্রিন্টার লাহোর দ্বারা প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৫)

হযরত খাল্লাদের পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। খাল্লাদ এবং তাঁর পিতা হযরত আমর বিন জমুহ এবং আর হযরত

আবু আয়মান- এই তিনজন ওহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনজনই সেখানে শাহাদত বরণ করেন।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহিন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

অর্থাৎ তিনি স্বয়ং, তার ভাই এবং পিতা ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। অংশগ্রহণের বাসনা তার ছিল কিন্তু তার পায়ের কারণে, অর্থাৎ পা পঙ্গু ছিল, সুস্থ ছিলেন না বা অক্ষম ছিলেন, তাই তার ছেলেরা তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয় নি।

হযরত খল্লাদের পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্ সম্পর্কে বলা হয় যে, বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান করেন, আমরের পায়ে সমস্যা থাকার কারণে তার ছেলেরা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। আর আল্লাহ্ তা'লাও প্রতিবন্ধীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে অব্যহতি দিয়েছেন। এ কারণে ছেলেরাও তাকে বাধা দেয় এবং বলে যে, আমরা চার ভাই যুদ্ধে যোগদান করছি তাই আপনার যাওয়ার প্রয়োজন কী, যেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার জন্য ছাড় রয়েছে? এ কারণে বাসনা থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের বলার কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের সময় আমর নিজের ছেলেদের বলেন, তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দাও নি। এখন ওহুদের যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণের সুযোগ এসেছে। এখন তোমরা আমাকে বিরত রাখতে পারবে না, আমি অবশ্যই যাব আর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। সন্তানরা পুনরায় তাকে তার পঙ্গুত্বের কারণে বাধা দিতে চাইলে তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন এই ভেবে যে, মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে আমি নিজেই অনুমতি নিব। তিনি মহানবী (সা.) এর সামনে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, আমার সন্তানগণ এবারও আমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চায়। প্রথমে বদর থেকে বিরত রেখেছে, আর এখন ওহুদেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। আমি এই জিহাদে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করতে চাই। পুনরায় তিনি বলেন, খোদার কসম আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমার আন্তরিক বাসনা গ্রহণ করবেন এবং আমাকে শাহাদতের সম্মান দান করবেন। আর আমার এই পঙ্গু পা নিয়েই আমি জান্নাতে প্রবেশ করব।

মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর! খোদার সন্নিধানে আপনার পঙ্গুত্ব মূল্য রাখে আর জিহাদ আপনার জন্য আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু একইসাথে মহানবী (সা.)তার সন্তানদেরও বলেন যে, তোমরা নেক কাজে তাকে বাধা দিও না। এটিই যদি তার আন্তরিক বাসনা হয়ে থাকে তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে দাও। হয়ত আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদতের সম্মান দান করবেন। হযরত আমর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই দোয়া করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন- **'আল্লাহুম্মার যুকনি শাহাদাতান ওয়া লা তারুদ্দানী ইলা আহলী খায়েবান'।** অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে শাহাদতের সম্মান দাও, আর আমার গৃহপানে আমাকে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ ফিরিয়ে এনো না। আল্লাহ্ তা'লা তা'র দোয়া গ্রহণ করেছেনআর তিনি সেখানে শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৫-১৯৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত খাল্লাদের মাতা হযরত হিন্দ বিনতে আমর, (তার পিতার নামও আমর ছিল আর স্বামীর নামও) তিনি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌র ফুফু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে হযরত হিন্দ তার স্বামী, পুত্র এবং ভাইকে শাহাদতের পর উটের পিঠে তুলে দেন। এরপর যখন তাদের সম্পর্কে নির্দেশ আসে তখন তাদেরকে ওহুদে ফিরিয়ে নেওয়া হয় আর ওহুদেই দাফন করা হয়।

(আসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫)

অর্থাৎ যখন তিনি জানতে পারেন যে, তারা শহীদ হয়েছেন, তখন তাদের তিনজনকে মদীনা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু পরে তাদের ফেরত নিয়ে যান। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল ওহুদের শহীদরা যেন ওহুদেই কবরস্থ হন। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আয়েশা ওহুদের সংবাদ নেওয়ার জন্য মদীনার মহিলাদের সাথে ঘর থেকে বের হন। তখনো পর্দার নির্দেশ আসে নি। যখন হযরত আয়েশা হাররা নামক স্থানে পৌঁছন তখন হিন্দ বিনতে আমরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বোন ছিলেন। হযরত হিন্দ তার উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উটে তার স্বামী হযরত আমর বিন জমুহ্, পুত্র খাল্লাদ বিন আমর, আর ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এর লাশ ছিল। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি জান তুমি মানুষকে কোন অবস্থায় পিছনে রেখে এসেছ? হযরত আয়েশা রণক্ষেত্রের খবর জানার চেষ্টা করছিলেন। তখন হযরত হিন্দ বলেন যে, মহানবী (সা.) নিরাপদে আছেন, আর তিনি (সা.) নিরাপদ থাকলে বাকি সব সমস্যা তুচ্ছ। তিনি (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই আর কোন সমস্যা নেই। সব সমস্যা থেকে উত্তরণ সহজ। তিনি যেহেতু নিরাপদ আছেন তাই চিন্তার কোন কারণ নেই। এরপর হযরত হিন্দ এই আয়াত পড়েন-

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের ক্রোধসহ এমনভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কোন কল্যাণ হস্তগত করতে পারে নি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লাই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রবল পরাক্রমশালী।

(সূরা আহযাব: ২৬)

হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন যে, এই উটের ওপর কার কার লাশ রয়েছে। হযরত হিন্দ বলেন, আমার ভাই, আমার পুত্র খাল্লাদ এবং আমার স্বামী আমর বিন জমুহ্ রয়েছেন। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, তুমি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? হযরত হিন্দ বলেন, আমি তাদেরকে দাফন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছি। এরপর তিনি পুনরায় তার উটকে হাঁকাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উট সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে। হযরত আয়েশা বলেন, এর পিঠে বোঝা অনেক বেশি। হযরত হিন্দ বলেন, এটি তো দুই উটের সমান বোঝা বহন করতে পারে। কিন্তু এখন এটি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করছে। তিনি পুনরায় উটকে উঠানোর চেষ্টা করেন আর উট দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন উটকে মদীনা অভিমুখী করেন তখন উট পুনরায় বসে পড়ে। আর উটকে যখন ওহুদ অভিমুখী করেন তখন উট দ্রুত হাঁটতে থাকে। এরপর হযরত হিন্দ মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। তিনি (সা.) বলেন, এই উট আদিষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এটিকে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি যেন মদীনার দিকে না যায়, বরং ওহুদের দিকেই যায়। মহানবী (সা.) বলেন, যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তোমার স্বামী কিছু বলেছিলেন কি? তিনি বলেন, আমর যখন ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে লজ্জিত অবস্থায় ফিরিয়ে এনো না।আর আমাকে শাহাদতের সম্মান দিও। তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, এ কারণেই উট হাঁটছিল না। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসারগণ! তোমাদের মাঝে কিছু এমন সৎকর্মশীল মানুষও রয়েছেন যে, তারা খোদার নামে কসম খেয়ে কোন কথা বললে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সেই কথা অবশ্যই পূর্ণ করেন। আমর বিন জমুহ্‌ও তাদের একজন। তিনি বলেন, হে হিন্দ! তোমার ভাই যখন শহীদ হয়েছে, তখন থেকে ফেরেশতা তার ওপর ছায়া করে রেখেছে আর তার দাফনের অপেক্ষায় রয়েছে। শহীদদের কবরস্থ করা পর্যন্ত মহানবী (সা.) সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর বলেন, হে হিন্দ! আমর বিন জমুহ্, তোমার পুত্র খাল্লাদ আর তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ জান্নাতে পরস্পর একে অন্যের মিত্র। তখন হিন্দ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকেও তাদের সাহচর্য দান করেন।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০১৩)

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে, তিনি হলেন হযরত উকবা বিন আমের। তার মায়ের নাম হলো ফুকায়হা বিনতে সাকান, আর পিতা ছিলেন আমের বিন নাবী। তার মা-ও মহানবী (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেন। হযরত উকবা বিন আমের

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি কান বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।"

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

সেই ছয় জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্ব প্রথম মক্কায় ঈমান এনেছেন। আর পরবর্তীতে তিনি উকবার প্রথম বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। মহানবী (সা.) এর চেষ্টার ফলে মদীনায় ইসলামের বাণী পৌঁছায়। মহানবী (সা.) রীতি অনুসারে মক্কায় সম্মানিত মাসগুলোতে বিভিন্ন গোত্র পরিভ্রমণ করছিলেন। তিনি তখন জানতে পারেন যে, মদীনার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সুয়ায়েদ বিন সামেত মক্কায় এসেছেন। (সুয়ায়েদ মদীনার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল আর বীরত্ব, বংশ ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে সে 'কামেল' অর্থাৎ পূর্ণ নামে আখ্যায়িত হতো এবং সে একজন কবিও ছিল।) মহানবী (সা.) তার ঠিকানা সংগ্রহ করে তার অবস্থানস্থলে পৌঁছন এবং তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। সে বলে যে, আমার কাছেও একটি বাণী আছে যার নাম হলো 'লুকমানের মুজাল্লা'। মহানবী (সা.) বলেন, যে বাণী তোমার কাছে আছে আমাকেও সেটি থেকে কিছুটা শোনাও। তখন সুয়ায়েদ সেই বাণীর একটি অংশ তাকে (সা.) শোনায়। যা কিছু শোনানো হয় তিনি (সা.) তার প্রশংসা করে বলেন, এতে ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন যে, আমার কাছে যে বার্তা রয়েছে তা অতীব মহান এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। এরপর তিনি তাকে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ শোনান। তিনি (সা.) যখন শোনানো শেষ করেন তখন সে বলে যে, হ্যাঁ, সত্যিই এটি অনেক ভালো বাণী। যদিও সে মুসলমান হয় নি কিন্তু মোটের ওপর সে তাঁর (সা.) সত্যায়ন করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে নি। কিন্তু পরিতাপ মদীনায় ফিরে গিয়ে সে খুব একটা সময় পায় নি। শিঘ্রই কোন সংঘর্ষে সে প্রাণ হারায়। এটি বুআস এর যুদ্ধের পূর্বেকার কথা।

এরপর এর নিকটবর্তী কোন সময়ে অর্থাৎ বুআস এর যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) আরেকবার হজ্জের মরসুমে বিভিন্ন গোত্র পরিভ্রমণ করছিলেন। দৈবক্রমে তাঁর (সা.) দৃষ্টি কয়েকজন অপরিচিত লোকের ওপর পড়ে। তারা অওস গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। আর তারা প্রতিমা পূজারি প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ খাযরাজের বিরুদ্ধে কুরাইশদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। এটিও বুআসের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা, আর এই সাহায্য যাচনাও সেই যুদ্ধের প্রস্তুতিরই একটি অংশ ছিল। মহানবী (সা.) তাদের কাছে যান এবং ইসলামের তবলীগ করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে এইয়াস নামের এক যুবক বলে যে, খোদার কসম, যে দিকে এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) ডাকছেন তা, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, এটি তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন শ্রেয়। কিন্তু সেই দলের সর্দার এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারে আর বলে যে, চুপ থাক, আমরা এই কাজের জন্য এখানে আসি নি। আর সে বিষয়টি তখন এখানেই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু লেখা আছে যে, এইয়াস যখন স্বদেশ ফিরে যায়, মৃত্যুর সময় সে কলেমায়ে তওহীদ পড়ছিল।

এর স্বল্পকাল পর, বুআসের যুদ্ধোত্তর ১১ নববীর রজব মাসে মক্কায় মদীনাবাসীদের সাথে মহানবী (সা.) এর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেন। জানা যায় যে, তারা খাযরাজ গোত্রের লোক, যারা মদীনা থেকে এসেছে। পরম স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মহানবী (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কী আমার কিছু কথা শুনবেন? উত্তরে তারা বলে, হ্যাঁ বলুন। তিনি (সা.) বসেন এবং তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করেন। আর পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে তাঁর দাবি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা একে অন্যের প্রতি তাকায় এবং বলে এটিই সুবর্ণ সুযোগ, কোথাও এমনটি যেন না হয়ে যায় যে, ইহুদীরা আমাদের পূর্বেই তাঁকে গ্রহণ করে বসে। এ কথা বলে তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। তারা ছয় ব্যক্তি ছিলেন যাদের নাম হলো- (১) আবু উমামা আসাদ বিন যুরারা, যার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জারের সাথে, আর তিনি সর্বপ্রথম সত্যায়নকারী ছিলেন। (২) অউফ বিন হারেস, তার সম্পর্কও ছিল বনু নাজ্জারের সাথে। তিনি মহানবী (সা.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার বংশের সাথে সম্পর্ক রাখেন। (৩) রাফে বিন মালেক, যিনি বনু যুরায়েকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তখন পর্যন্ত যতটা কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল, এই সময় মহানবী (সা.) তাদেরকে তা প্রদান করেন। (৪) কুতবা বিন আমের, যিনি বনু সালামার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। (৫) উকবা বিন আমের যিনি বনু হারামের সাথে সম্পর্কিত। (এই পুরো ঘটনায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।) (৬) আর জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব যিনি বনু উবায়েদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

এরপর তারা মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে বিদায় নেন। বিদায়ের সময় তারা মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। অসম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। তখন আমরা সার্বিকভাবে আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকব। তারা ফিরে যান আর এ কারণে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে।

মহানবী (সা.) মক্কায় এ বছরটি মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বাহ্যিক উপকরণের নিরিখে আশা-নিরাশার মাঝে অতিবাহিত করেন। তিনি প্রায়শ ভাবতেন যে, দেখি এই ছয় ব্যক্তির পরিণাম কী হয় আর মদীনায় সাফল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি-না। এই সময়টিতে বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে মুসলমানদের মনেও এনিয়ে নানা আশা-আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল। কখনো আশার কিরণ দেখা দিত, কখনো নৈরাশ্য ঘিরে ধরত। তাদের চোখের সামনে ছিল যে, মক্কার সর্দাররা আর তায়েফের নেতারা মহানবী (সা.) এর দাবিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আরবের অন্যান্য গোত্রও একে একে সকলেই এই অস্বীকারে নিজেদের মোহর খচিত করেছে। মদীনায় আশার একটি ক্ষীণ আলো প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এই কিরণ ঘোর দুর্যোগের ঝঞ্ঝাবায়ু আর কঠিন বিরোধিতার তুফানের সামনে টিকে থাকতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারত না।

অপরদিকে মক্কাবাসীদের নির্যাতন প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর তারা এই কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এটিই ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সময়। কিন্তু এই স্পর্শকাতর সময়েও, যার চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সময় ইসলামের জন্য আর কখনো আসে নি, মহানবী (সা.) এবং তার নিবেদিত প্রাণ সাহাবীরা দৃঢ় পাহাড়ের মতো নিজেদের জায়গায় অবিচল ও অনড় ছিলেন। আর তাঁর এই দৃঢ় সংকল্প এবং অবিচলতা অনেক সময় তার বিরোধীদেরও হতভম্ব করে দিত যে, এই ব্যক্তি কত অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী! কোন কিছুই তাকে নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বরং সেই যুগে মহানবী (সা.) এর কথায় এক বিশেষ প্রতাপ ও পরাক্রম পরিলক্ষিত হতো। মহানবী (সা.) যখন কথা বলতেন তখন তাঁর কথায় অসাধারণ প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ পেতো। বিপদাপদের এই প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে তার শির আরো উন্নত হতো। এই দৃশ্য একদিকে যেখানে মক্কার কুরাইশদের আশ্চর্যান্বিত করত অপরদিকে কখনো কখনো তাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলতো। এই দিনগুলো সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মিওরও লিখেছেন-

"সেই দিনগুলোতে মুহাম্মদ (সা.) স্বজাতির সামনে এমন বীরত্বের সাথে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, কোন কোন সময় তাঁর নড়াচড়ার শক্তিও থাকতো না। নিজের চূড়ান্ত বিজয় লাভ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ কিন্তু বাহ্যত অসহায় ও নিঃসঙ্গ, তিনি এবং তার ক্ষুদ্র জামা'ত যেন সে যুগে এক সিংহের মুখে ছিলেন। কিন্তু সেই খোদার সাহায্যের ওপর ছিল পূর্ণ বিশ্বাস, যিনি তাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। উইলিয়াম মিওর লিখেন যে, মুহাম্মদ (সা.) এমন এক সংকল্প নিয়ে নিজ জায়গায় দণ্ডায়মান ছিলেন যাকে কোন কিছু নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। এই দৃশ্য এমন এক মহান চিত্রের অবতারণা করে যার দৃষ্টান্ত ইসরাঈলের সেই অবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। যখন সে বিপদাপদ এবং দুঃখ বেদনায় পরিবেষ্টিত অবস্থায় খোদার সামনে বলেছিল, হে আমার মনীব! এখন তো আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। সে লিখেছে যে, "না, বরং মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের এই চিত্র ইসরাঈলী নবীদের অবস্থা থেকেও এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহান ছিল। মুহাম্মদ (সা.) এর এই শব্দ সেই সময় উচ্চারিত হয়েছিল (যখন তিনি বলেছিলেন) যে, হে আমার জাতির নেতৃস্থানীয়রা! তোমরা যা করতে পার কর, আমিও এক আশায় বুক বেঁধেছি।

যাহোক এটি ইসলামের জন্য খুবই স্পর্শকাতর মুহূর্ত ছিল। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে পুরো নৈরাশ্য ছিল। কিন্তু মদীনায় আশার আলো প্রকাশিত হচ্ছিল। অর্থাৎ যারা বয়আত করে গিয়েছিল তাদের কারণে, আর মহানবী (সা.) ও গভীর আগ্রহের সাথে সেই পানে চেয়ে ছিলেন যে, মদীনাও কি তাকে মক্কা এবং তায়েফের মতো প্রত্যাখ্যান করবে নাকি তাদের অদৃষ্ট ভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে। যখন হজ্জের মরসুম আসে, তিনি (সা.) গভীর আগ্রহের সাথে নিজের ঘর থেকে বের হন আর মিনা অভিমুখে উকবার কাছে পৌঁছে চতুর্দিকে

দৃষ্টিপাত করেন। তখন হঠাৎ করে তাঁর দৃষ্টি ইয়াসরেব বা মদীনার একটি ছোট্ট জামা'তের ওপর পড়ে, যারা তাঁকে (সা.) দেখে তাৎক্ষনিকভাবে চিনে ফেলে এবং সুগভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হয়। এবার তারা ছিল বারো জন। যাদের পাঁচ জন ছিল বিগত বছরের সত্যায়নকারী আর সাত জন নতুন। অওস এবং খাযরাজ- উভয় গোত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। তাদের নাম হলো-

(১) আবু উমামা আসাদ বিন জুরারা, (২) অউফ বিন হারেস, (৩) রাফে বিন মালেক, (৪) কুতবা বিন আমের, (৫) উকবা বিন আমের, (তিনি এবারও পুনরায় হজ্জের জন্য এসেছিলেন যার জীবনী বর্ণিত হচ্ছে) (৬) মুআয বিন হারেস, বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। (৭) যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, তিনি বনু যুরায়েক গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। (৮) বানী বালী গোত্রের আবু আব্দুর রহমান ইয়াযিদ বিন সালেবা (৯) বনি অউফ গোত্রের উবাদা বিন সামেত। তার সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের বনি অউফ শাখার সাথে। (১০) আব্বাস বিন উবাদা বিন নাযলা, তিনি বনি সালেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, (১১) আবুল হায়সাম বিন তায়হান, তিনি বনি আব্দিল আশহাল-এর সদস্য ছিলেন। (১২) উয়ায়েম বিন সায়েদা, তিনি অউস গোত্রের আমর বিন অউফ শাখার সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

মহানবী(সা.) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে এক উপত্যকা বা ঘাটিতে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা ইয়াসরেব বা মদীনার খবরাখবর সম্পর্কে তাঁকে (সা.) অবহিত করেন আর এবার তারা সকলেই রীতিমত তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করেন। এই বয়আত মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর ছিল, অর্থাৎ এর মাধ্যমে ইসলামের ভিত রচিত হয়। তখন পর্যন্ত যেহেতু তরবারির জিহাদের নির্দেশ নাযেল হয় নি তাই মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে কেবল সেসব শর্তে বয়আত নিয়েছেন যেসব শর্তে জিহাদের নির্দেশ আসার পর মহিলাদের কাছ থেকে বয়আত নিতেন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে এক অদ্বিতীয় মান্য করব, তাঁর সাথে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যাভিচার করবো না, হত্যা করা থেকে বিরত থাকব, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবো না, আর সকল পুণ্যকর্মে আপনার আনুগত্য করব। বয়আতের পর মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমরা নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে জান্নাত লাভ করবে আর যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও তাহলে তোমাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'লার হাতে, তিনি যেভাবে চান সেভাবে তোমাদের সাথে (ব্যবহার) করবেন। এই বয়আত ইতিহাসে উকবার প্রথম বয়আত হিসেবে প্রসিদ্ধ। যেই জায়গায় বয়আত নেওয়া হয়েছিল সেই জায়গা উকবা নামে পরিচিত যা মক্কা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উকবা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো উঁচু গিরিপথ।

মক্কা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে এই বারো জন নবমুসলিম আবেদন করেন যে, আমাদের সাথে কোন মুসলমান মুয়াল্লিম পাঠানো হোক যিনি আমাদের ইসলাম শেখাবেন আর আমাদের মুশরেক ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবেন। তিনি (সা.) আব্দুদ দ্বার গোত্রের খুবই নিষ্ঠাবানএক যুবক মুসআব বিন উমায়েরকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। মুসলমান মুবাল্লেগরা সেই যুগে ক্বারী বা মুক্বরী আখ্যায়িত হতেন কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল কুরআন শোনানো। এটিই তবলীগের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল। এই কারণেই মুসআব যখন মদীনায় যান তখন মুক্বরী নামে পরিচিত হন। উকবার দ্বিতীয় বয়আত হয়েছিল ত্রয়োদশ নববীতে। তখন সত্তর জন আনসার বয়আত করেছিলেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এর রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের ২২১,২২৫ এবং ২২৭ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

হযরত উকবা বিন আমের বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের দিন তিনি তার শিরস্ত্রানে সবুজ রঙের কাপড়ের কারণে সবার থেকে আলাদাভাবে চোখে পড়ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫)

হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন আমি আমার পুত্রকে নিয়ে মহানবী (সা.) এর দ্বারে উপস্থিত হই। তখন সে স্বল্পবয়স্ক বালক ছিল। আমি নিবেদন করি যে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমার ছেলেকে দোয়া শেখান যেন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে পারে, আর তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। তিনি (সা.) বলেন, হে বালক বল- اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ صِحَّةً فِیۡ اِیۡمَانٍ وَ اِیۡمَانًا فِیۡ حُسۡنِ خُلُقٍ وَ صَلَاحًا یَتۡبَعُهٗ نَجَاحٌ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে ঈমানের অবস্থায় সুস্বাস্থ্যের দোয়া করি। আর ঈমানের সাথে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর জন্য দোয়া করি। এমন কল্যাণের দোয়া করি যার পর আসবে সাফল্য। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে এই সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

এরপর এখন আমি আমেরিকার একজন অত্যন্ত প্রবীণ পুণ্যবতী আহমদী নারীর স্মৃতিচারণ করব আর জুমুআর পর তার জানাযাও পড়াব। তার নাম হলো সিস্টার আলীয়া শহীদ সাহেবা। তিনি মরহুম আহমদ শহীদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন এবং কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। সকল প্রকার পঙ্গুত্ব বা অক্ষমতা থেকে রক্ষা করেছেন। তার বয়স ছিল ১০৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন- **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'**

আমেরিকার আমীর সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন যে, তার বয়আতের সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৩৬ সনে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। একইভাবে দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ আমেরিকায় জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী খিদমতে খালক এবং লাজনার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সবসময় ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। তিনি মানুষের প্রতি গভীর স্নেহ ও ভালোবাসা রাখতেন। জামা'তে আহমদীয়া আমেরিকার প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী তার কণ্ঠস্থ ছিল, যা তিনি প্রায় সময় বলতেন। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করারও তার সুযোগ হয়েছে। তার স্বামী জনাব আহমদ শহীদ সাহেব আমেরিকার ন্যাশনাল আমেলায় এবং স্থানীয় পিটসবার্গ জামা'ত-এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।মরহুমার সন্তানসন্ততির মাঝে তার একমাত্র ছেলে ওমর শহীদ সাহেব রয়েছেন, যিনি গত ১৮ বছর ধরে পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মরহুমা আফ্রো-আমেরিকান ছিলেন।

সিস্টার আলিয়া সম্পর্কে আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা লিখেন যে, তার জীবনপন্থা, কথাবার্তা, উঠাবসা এই কথার স্বাক্ষর বহন করতো যে, তিনি তার বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যা ৭৬ বছর পূর্বে তিনি করেছিলেন। তার সেবার গণ্ডি শুধু আমেরিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার সেবার কথা স্বীকার করার মানুষ সারা পৃথিবীতে রয়েছে। যখন সারা বিশ্বের লাজনা ইমাইল্লাহ্ পাকিস্তানের অধীনে ছিল, মহিলাদের অঙ্গসংগঠন অর্থাৎ বহির্বিশ্বের লাজনারাও পাকিস্তানের সদর লাজনার অধীনস্ত ছিল, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর স্ত্রী হযরত মরিয়ম সিদ্দিকা সারা বিশ্বের লাজনার সদর ছিলেন। তার পক্ষ থেকেও মরহুমার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সিস্টার আলীয়ার নাম ছিল ইলা লুইস। তার স্বামী উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্ক ব্রাউনিং আফ্রিকান মেথডিস্ট চার্চের খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি তার বিয়ের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই তার স্বামীর কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে। উইলিয়াম সাহেব তার পিতামাতাসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম আহমদ শহীদ ধারণ করেন। আলীয়া সাহেবা বিয়ে করেন কিন্তু বয়আত করেন নি। স্বল্পকাল পর আহমদ শহীদ সাহেব পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি শুধু জামা'তী গণ্ডিতেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি বরং সারা দেশে তবলীগি কার্যক্রমের কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। সে সময় তাদের ঘরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে যার নাম তারা ওমর রাখেন।

আলীয়া সাহেবা তার আহমদী শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন। সেখানে তিনি স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে জামা'তের বই-পুস্তক অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সে যুগে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রচিত 'আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকি ইসলাম' পুস্তকটি তার হাতে পৌঁছয়, যা পাঠ করে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এরপর তার ঘরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন তরবিয়তি ক্লাসেও তিনি অংশগ্রহণ করা আরম্ভ করেন। আব্দুর রহমান বাঙালী সাহেব সেখানে মুবাল্লিগ ছিলেন। একদিন তিনি তার বক্তৃতা শুনেন , যাতে তিনি ঈসা (আ.) এর ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ এবং কাশ্মীরের দিকে তার হিজরত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিশ্বাস তুলে ধরেন। লাজনার প্রেসিডেন্ট

সাহেবা লিখেন যে, তিনি বলতেন- এরপর আমি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দিই আর মসজিদে যাওয়া আরম্ভ করি। অবশেষে ১৯৩৬ সনে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। তিনি নিজের নাম আলীয়া কিভাবে রাখলেন সে সম্পর্কে বলেন, এক বইতে আলীয়া নামটি পড়ে আমার ভালো লাগে আর আমি এটি অবলম্বন করি।

সিস্টার আলীয়া সবসময় জ্ঞান অন্বেষণে লেগে থাকতেন। সবসময় মসজিদ পরিষ্কার করতেন, খাবার রান্না করতেন, নামায পড়তেন। অর্থাৎ শুধু জ্ঞানই অর্জন করতেন না, বরং বিনয়ের সাথে ওয়াকারে আমলও করতেন আর নিজ হাতে জামাতী কাজকর্মও করতেন , যেমন- মসজিদ পরিষ্কার করা, খাবার রান্না করা ইত্যাদি। আমরা সবসময় তাকে নামায পড়তে দেখেছি। এগুলি হল উন্নত চরিত্রের আলোচনা। অসুস্থদের দেখাশোনা করতে দেখেছি। চাঁদা দিতে দেখেছি। লাজনাদের বা মহিলাদের সবসময় কোন না কোন পুণ্যের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি লিখেন যে, মহিলাদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার প্রতিই তার পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো। জীবনের গোধুলি লগ্নে তিনি লাজনাকে সম্বোধন করে বেশ কিছু পত্র লিখেছেন। লাজনার প্রেসিডেন্ট লিখেন যে, তিনি একটি আয়াত প্রায় সময় পুনরাবৃত্তি করতেন যা আমি তার কাছে শুনেছি। আর তা হলো-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

(সূরা আস সাফ: ৫)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোককে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে, যেন তারা সিসাগলিত প্রাচীর।

সদর লাজনা লিখেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকায় মসজিদ তহবিলের সূচনা করেন। একইভাবে মুসলিম স্টুডেন্টস স্কলারশীপ ফান্ডের সূচনা করেন। তার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় তবলীগ দিবসের সূচনাও তিনিই করেন, যাতে মহিলারা কুরআন করীমের সহস্র সহস্র কপি, তবলীগি লিফলেট, পরিচিতিমূলক হস্তবিল ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাঠাতো। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একটি পত্রিকাও প্রকাশ করা আরম্ভ করেন, যার নাম লাজনার কেন্দ্রীয় সদর হযরত ছোটি আপা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা 'আয়েশা' রেখেছিলেন। অর্থাৎ তার দ্বারা নাম রাখিয়েছেন। তিনি The path of faith এবং Our Duties নামে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কর্মসূচি প্রকাশ করেন। তার আহ্বানে আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ডেনমার্কে নির্মিত মসজিদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করেছে। একইভাবে বাল্টিমোর এবং পিটসবার্গ ইত্যাদি স্থানের মিশন হাউসকে সজ্জিত করার জন্য তহবিল সরবরাহ করেছে। তিনি বলেন, সিস্টার আলীয়া বলতেন, যেহেতু সে যুগের শতকরা ৯৮ ভাগ মহিলা নতুন নতুন বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছিলেন তাই প্রথম দিকে আমরা তাদেরকে কেবল নামায পড়া এবং রোযা রাখার আহ্বান জানাতাম। একইভাবে পর্দার কথা বলার পরিবর্তে প্রথম কয়েক বছর শুধু যথাযথ পোশাক পরিধান করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতাম। অর্থাৎ প্রথমে নিজেদের পোশাক শালীন কর, এরপর আসবে পরবর্তী পদক্ষেপ অর্থাৎ হিজাব নাও, পর্দা কর। এমনটি নয় যে, অধুনাকালের লাজনাদের বা মহিলাদের মতো হবে, অর্থাৎ যারা পর্দা করতো তারাও পর্দা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি লাজনাদেরকে তরবিয়তের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন।

একইভাবে সিস্টার আলীয়া লাজনা সদস্যাদের কুরআন শেখানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন। দৈনিক কুরআন নাযেরা পড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেন। একইভাবে যেসব লাজনা কুরআন নাযেরা পড়া শেষ করতেন তাদেরকে প্রতিদিন তফসীরের কিছু অংশ পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হতো। আলীয়া সাহেবার প্রচেষ্টায় নাসেরাতেরও পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়। নাসেরাতদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ জন্মে। মরহুমা সদস্যাদের মাঝে ত্যাগের প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। একইভাবে চাঁদার হিসাবও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাখতেন।

একবার তাকে জামা'তভুক্ত হওয়ার কারণে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি জামা'তভুক্ত হওয়ার পর অনেক পরীক্ষা দেখেছি, কিন্তু দুর্বলতা দেখানোর পরিবর্তে আমি সবসময় অবিচলতা প্রদর্শন আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। আর এই পাঠই আমি গত পঞ্চাশ বছরের অধিককাল থেকে লাজনাদের দিয়ে আসছি। তার ব্যক্তিত্ব অবিচলতার এক মিনার ছিল যার মাধ্যমে আমরা সবাই পথের দিশা নিই। ইসলাম সারা বিশ্বে জয়যুক্ত হবে- এ সম্পর্কে তার পূর্ণ-বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতেন, যখন ইসলামের বিজয় আসবে তখন জামা'তে আহমদীয়ার ব্রত 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'এটি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। একইভাবে খিলাফত ব্যবস্থায়ও তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এটিকেই তিনি ইসলামের বিজয়ের চাবিকাঠি আখ্যায়িত করতেন। অর্থাৎ সবসময় বলতেন, খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় আসবে। শত শত ফোনকল এবং চিঠিরমাধ্যমে সদস্যদের মাঝে তিনি এই বাণী পৌছানোর চেষ্টা করতেন।

২০০৮ সনের ২৩ মার্চ মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে লাজনার উদ্দেশ্যে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন তাহলো- এ বছর পয়লা জানুয়ারি সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মান্যকারীরা নিজেদের মসজিদ ও মিশন হাউসে সমবেত হয়ে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছে, আর আমরা এমনটি কেনই-বা করবো না, কেননা এটিই তো সেই বছর যাতে আমাদের প্রাণপ্রিয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি আরো লিখেন, হে আল্লাহ্! আহমদীয়াতের পথে বিরাজমান সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত কর। আমাদের সেই বিজয় দেখাও যার তুমি প্রতিশ্রুত দিয়েছ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আর আমাদের সবাইকে একত্রিত করে এক দেহ বানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই আমরা আহমদীরা পরস্পরের বেদনা অনুভব করি। পরীক্ষার সময় একে অন্যের সাথে থাকি। পরস্পরের জন্য দোয়া করি। একের আনন্দে অন্যজন আনন্দিত হয়। একের দুঃখে অন্যজন দুঃখভারাক্রান্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমরা এক প্রাণ। নতুন বয়আতকারী এবং লাজনাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন যে, আমার ওপর খোদার বিশেষ কৃপা আর আমি সৌভাগ্যবতী যে, আমি আমার জীবদ্দশায় জামাতের উন্নতি দেখেছি। আমাদের ওপর খোদার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের জামা'তকে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে যুগ-খলীফার আওয়াজ শুনতে পারি, তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইহ ও পরকালে উন্নতি করতে পারি। শেষের দিকে তিনি লিখেন যে, আমি দোয়া করি- হে আমার প্রভু! ইসলামের বিজয়ের পথে বিরাজমান সকল প্রতিবন্ধকতা তুমি দূরীভূত কর। আমাদের ব্যক্তিত্বকে ধর্মের সত্যিকার প্রতিবিম্ব বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে ধর্মের অগণিত সাহায্যকারী দান কর। অতএব এভাবে তিনি সেখানে লাজনাকে, বিশেষ করে নতুন বয়আতকারীনি এবং আফ্রো-আমেরিকানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন।

তার পুত্র পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওমর শহীদ সাহেব লিখেন যে, আমার পিতামাতা আহমদীয়াত এবং খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষা কাজে সিপাহীর মতো ছিলেন। তিনি আমাকে লিখেন যে, আমার মা সবসময় আপনাকে পত্র লিখতেন আর আমারও মনোযোগ সবসময় এদিকে আকর্ষণ করতেন। তিনি আরো লিখেন, দোয়া করুন আমি এবং আমার সন্তানসন্ততিরাও যেন মরহুমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। জামা'তের সদস্যরা যত ব্যাপকভাবে আমার মায়ের জন্য নিজেদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছে পূর্বে এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, জামা'তে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণকারী মানুষের সংখ্যা কত বেশি!

সেখানকার আরো একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন সিস্টার আলীয়া আযীয লর্ড সাহেবা। তিনি বলেন, ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি অর্থাৎ আলীয়া শহীদ আহমদী হিসেবে একটি আদর্শ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি যখন সেক্রেটারী তালীম ছিলেন তখন তার কারণে তার প্রণীত তালীমী পরীক্ষায় ফেল হওয়া কেউ পছন্দ করতো না। এ কারণে আমরা সবাই একত্রে তালীমী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতাম। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সাথে অনেক

ইমামের বাণী

" পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে।"

(আল ওসীয়্যত, পৃ: ২০)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। একটি বিষয় আমি তার মাঝে দেখেছি যে, যখনই তাকে কোন শিক্ষামূলক প্রশ্ন করা হতো, নিজের মতামত প্রকাশ করার পরিবর্তে, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার পরিবর্তে, মনগড়া কথা বলার পরিবর্তে তিনি সবসময় এ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরতেন। খোদার সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। একারণে মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হতো।

এরপর রয়েছেন সিস্টার জামিলা হামেদ। তিনিও একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী। তিনি লিখেন, মরহুমা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমার মায়ের ইন্তেকালের পর আমাকে ভালোবাসাপূর্ণ পত্র লিখেন যার কল্যাণে মৃত্যুর দর্শন বোঝা আমার জন্য সহজ হয়েছে। ফেরেশতার মতো মানুষ ছিলেন। যখনই সাহায্য এবং পরামর্শের প্রয়োজন হতো তাকে মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বেই পেয়েছি। সবসময় আমাকে বলতেন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জামাতের সেবা করা এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে ভালোবাসা কেননা তিনিই এই যুগে আল্লাহ্‌র রজ্জু। তার সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং খোদার প্রতি ভালোবাসাকে আমি সবসময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতাম। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, তার কি মৃত্যুর ভয় হয়? তিনি বলেন যে, প্রেমাস্পদের কাছেই তো যেতে হবে, তাই ভয় কিসের? তিনি ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর শিক্ষার গভীর জ্ঞান রাখতেন, যা তিনি সারাজীবন মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

আরেকজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন ডাক্তার রশীদা আহমদ সাহেবা। তিনি বলেন, মরহুমা নিজে ইসলামী শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলতেন, কিন্তু অন্যদেরকে খুবই নমনীয়ভাবে নসীহত করতেন। তার প্রতিটি গতিবিধিতে খোদাপ্রেম প্রকাশ পেতো। তিনি বলেন, একাধিকবার তার ঘরে আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। আমরা একসাথে নামায পড়তাম, কুরআন তিলাওয়াও করতাম। এরপর তিনি আমাকে খলীফাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পত্র গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহের সাথে দেখাতেন। তার কবিতা এবং বক্তৃতা শুনে সহজেই খিলাফতের সাথে তার ভালোবাসার অনুমান করা যায়। তিনি কবিতাও লিখতেন। পরম ধৈর্যশীলা ছিলেন। প্রত্যেক মাসে ফোন করে তার খবরাখবর নিতেন। তার ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কখনো অভিযোগ করেন নি। বরং সবসময় খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

একইভাবে একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন সিস্টার আযিযা। তিনি আলহাজ্জ রশীদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি বলেন,সিস্টার আলীয়া শহীদ সাহেবা 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। যদিও তিনি অন্য শহরে থাকতেন তবুও আমার মায়ের সাথে তার খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। আমার মায়ের ইন্তেকালের পর এই সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন নি। বরং সবসময় এমন মনে হতো যে, আমি কখন অলস হই আলীয়া সাহেবা জানেন, আর তাৎক্ষনিকভাবে ঈমান উদ্দীপক পত্র পাঠিয়ে দিতেন।

আরো একজন মহিলা খিলআত সাহেবা লিখেন, ১৯৪৯ সনে যখন আমরা আমেরিকায় আসি তখন আলীয়া সাহেবার সাথে পরিচিত হই। আমার বয়স তখন ৮ বছর ছিল। প্রথমবার আমি যখন তার সাথে মিলিত হই তখন দেখেছি যে, তিনি খুবই স্নেহশীলা, মিশুক এবং প্রভাববিস্তারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার দীর্ঘদিনের ও সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল। প্রায়শ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সাথে তার চিঠিপত্র আদানপ্রদানের কথা উল্লেখ করতেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ আমেরিকার জন্য তার সেবা অবিস্মরণীয়। বিস্ময়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বয়স এক শত বছর হওয়া সত্ত্বেও জলসায় যোগদান করতেন, যা আমাদের সবার জন্য একটি আদর্শ।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার মাঝে যে প্রেরণা এবং চেতনা ছিল তা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও সঞ্চার করুন, যেমনটি তার পুত্রও ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী

"এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্ম সমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই।" (যুমরঃ ১৩)

হরহরি, মুর্শিদাবাদ

মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ (আঃ) ইং-২২শে জানুয়ারী ১৮৮৬ সালে হোশিয়ারপুর গমন করেন। সেখানে তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত শেখ মেহের আলী সাহেব নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহের উপর তলায় অবস্থান করেন। সেই গৃহের নাম ছিল 'তবীলা'। এই চল্লিশ দিন অবস্থান কালে তিনি না কাহারও সাথে সাক্ষাৎ না কাহারও গৃহে গমন করেন। শুধু সারাদিন নীরবে খোদাতা'লার 'ইবাদাত' ও 'দোয়া' করতেন। এই সময়ে আল্লাহ তা'লা তাঁকে এক মহান সু-সন্তান দানের সংবাদ দেন। ইং-২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি ইস্তেহার লেখেন, যাতে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ ছিল। আল্লাহতা'লা তাঁকে এক মহান সন্তানের সু-সংবাদ দান করে বলেন-

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি ,রবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করেএবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।" "সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জিবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্‌তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।"মাযহারুল হাক্কে ওয়া আ'লা কানাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে""অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মদান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।"ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া" অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মিমাংসা"

(ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন- " আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীদের প্রতি উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি।"

দোয়াপ্রার্থী: **নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (পঃবঃ)**

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না।
তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ।
এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যায়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভুতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।*

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরূর

(দ্বিতীয় পর্ব)

খোদা তা'লা বলেন- তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংশয়ে নিপতিত, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

এক আরব বেদুইন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেছিল, যখন মরুভূমিতে উটের বিষ্ঠা দেখে উটের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে নক্ষত্ররাজি, আকাশ ও পৃথিবী দেখে কেন জানতে পারব না যে, এগুলির একজন সৃষ্টিকর্তা খোদা আছেন?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'মানুষের নিজের সত্তাই খোদা তা'লার অস্তিত্বের সব থেকে বড় সাক্ষ্য। আকবর ইলাহিবাদির উক্তি অনুসারে- আমার অস্তিত্বই খোদা তা'লার অস্তিত্বের সাক্ষ্য। আর এটি এমন এক দলিল যা আজীবন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।

মানুষের সৃষ্টি এবং দেহের গঠনপ্রণালীই এক অসাধারণ নিদর্শন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় ইনাম গৌরি সাহেব, নাযির আলা ও স্থানীয় আমীর, কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর জীবনী।' তিনি বলেন, হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে মানবতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল না। মানবাধিকার সম্পর্কে কোন ধারণাই মানুষের ছিল না। আঁ হযরত (সা.) সর্বপ্রথম ক্রীতদাসদের মুক্ত করা আরম্ভ করেন এবং তিনি বলেন- যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে, তাকে জান্নাতের বায়ু স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। (বুখারী, কিতাবুল বায়ী) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) কে হযরত খাদিজা (রা.) যখন আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মুখে একজন ক্রীতদাস হিসেবে উপস্থাপন করলেন, তখন তিনি (সা.) তাকে কেবল মুক্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং তাকে নিজের পৌষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি (সা.) তাকে এতটাই স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন যে, যায়েদের প্রকৃত পিতা যখন সন্ধান পেয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে, তখন যায়েদ নিজের পিতার সাথে যেতে অস্বীকার করে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে থেকে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে।

আঁহযরত (সা.) বলেছেন- ' তোমাদের ক্রীতদাসরা তোমাদের ভাই। অতএব যদি কারো কাছে কোন ক্রীতদাস থাকে, তবে তাকে সেই আহারই করানো উচিত যা সে নিজে করে, আর সে নিজে যে পোশাক পরিধান করে সেই পোশাক তাকেও দেওয়া উচিত। তিনি বলেছেন- তোমরা ক্রীতদাসদের উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিও না যা তাদের শক্তির উর্দ্ধে। আর যদি কখনও এমন কাজ দিয়ে থাক, তবে নিজে তার সেই কাজে সাহায্য কর। '

(বুখারী, কিতাবুল আতাক)

তিনি (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি নিজের দুই কন্যাকে ভালভাবে লালন

পালন করেছে এবং তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছে, সেই ব্যক্তি আর আমি কিয়ামত দিবসে এমনভাবে একত্রে থাকব, যেভাবে দুটি অঙ্গুলি পরস্পর মিশে থাকে। (মুসলিম) স্ত্রীদের প্রতি ভাল আচরণ করার উপদেশ দান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- ' তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে। অতঃপর তিনি নিজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন- **'আনা খায়রুকুম লি আহলি'** অর্থাৎ আমি নিজ পরিবারের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (তিরমিযি)। তিনি বলেন, ' জান্নাত তোমাদের মায়ের চরণতলে।' (নিসাঈ) একবার এক ইহুদীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নবী করীম (সা.) তার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ান। কোন এক সাহাবী নিবেদন করেন, হুযুর! এটি একজন ইহুদীর মরদেহ। তিনি (সা.) বললেন- 'তার মধ্যে কি প্রাণ ছিল না? সে কি মানুষ ছিল না? (বুখারী কিতাবুল জানায়েয) বদরের যুদ্ধে নিহত ২৪ জন মুশরিক সর্দারদের মৃতদেহ তিনি (সা.) এমনিই পড়ে থাকতে দেন নি, বরং তাদের সম্মানের জন্য স্বয়ং বদরের ময়দানে গর্ত খনন করিয়ে সেখানে দফন করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী কিতাবুল মাগাযী) আহযাবে যুদ্ধে মুশরেকদের সর্দার নওফিল বিন আব্দুল্লাহ্ মখযুমি নিহত নয়। পাছে তাদের সর্দারের মৃতদেহকে অসম্মানিত করা হয়, এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে মুশরিকরা মুসলমানদের কাছে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে নিজেদের সর্দারের মৃতদেহ ফেরত চায়। রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমরা মৃতদের কোন মূল্য গ্রহণ করি না, তোমরা নিজেদের মৃতদেহ নিয়ে যাও।

(দালায়েলুন নাবুয়ত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড)

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ সম্পর্কে কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, কুরআন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবতার হত্যা বলে অভিহিত করেছে। কুরআন করীমে বলা হয়েছে-

'কেহ কোন ব্যক্তিকে- কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে-হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্রমানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বাঁচাইল।'

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩২)

আঁ হযরত (সা.) ৯ম হিজরীতে ১১ই যুল হজ্জ তারিখে সেই সময়ের মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- 'হে মানবমণ্ডলী! খোদা এক ও অদ্বিতীয়। তোমাদের পিতাও এক। কোন অনারবের উপর কোন আরবের, শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের বা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।..... তোমরা যেন পরস্পর ভাই।'

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব হাজ্জাতুল বিদা)

প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক এবং পদ্মশ্রী (২০০১) এস.রামাকৃষ্ণা রাও, যিনি একাধিক পুস্তকের লেখক, তিনি নিজের এক পুস্তকে লেখেন- ' বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি ও মানুষের মধ্যে সাম্যের যে শিক্ষা হযরত মুহম্মদ (সা.) উপস্থাপন করেছেন, তাতে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের প্রতিফলন ঘটেছে। মূলধারার সমস্ত ধর্ম এই শিক্ষাই দিয়েছে, কিন্তু ইসলামের নবী (সা.) এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। হয়তো বা কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্তরে ধর্মবুদ্ধির উদয় হলে জাতি বৈষম্যের অবসান ঘটবে।..... ইসলাম লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণের ধ্বজাবাহক এবং নারীকে পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী গণ্য করার পথিকৃত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বস্ততা এবং সাধুতার উচ্চ মর্যাদা রাখতেন।"

এই বক্তব্যের সঙ্গেই প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশন (জুমার পর)

এডিশিনাল নাযির আলা কাদিয়ান, মাননীয় শিরাজ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। তিলাওয়াত করেন মাননীয় ডক্টর শামসুদ্দীন সাহেব বাঙ্গালী। তিনি সূরা নুরের ৫২-৫৬ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন, যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় সফির আহমদ শামীম সাহেব, নায়েব নাযেম ওয়াকফে জাদীদ ইরশাদ। এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি নযম পরিবেশিত হয়।

নযমের পর অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৌলানা মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ জুনুবী হিন্দ। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল-' পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী।'

বক্তব্যের প্রারম্ভে তিনি বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী হল মহানবী (সা.)-এর জীবনী পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এই নীতির আলোকে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখি, সেটি ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শাবলীর পূর্ণ প্রতিরূপ।

কমরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.) বলেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও আঁ হযরত (সা.)এর অনুসরণ করা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রীতি। (সীরাতুল মাহদী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৪৯২)

কোন ব্যক্তির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তার নিকটাত্মীরাই সব থেকে ভাল সাক্ষ্য দিতে পারে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শ্যালক হযরত ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন-

"আমি নিজের জ্ঞানে হুযুর (আ.)কে কখনও হযরত উম্মুল মোমেনীন-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে দেখি নি বা শুনিনি। বরং সব সময় তাদের সম্পর্ক এমনই দেখেছি যেমনটি এক আদর্শ দম্পতির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(সীরাত হযরত সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা, পৃ: ২৩১)

মাই ইমাম বিবি সাহেবা, যিনি তার স্বামী ঠিকাদার মহম্মদ আকবর সাহেবের মৃত্যুর সময় হুযুর (আ.)-এর গৃহে ছিলেন, তিনি বলেন-

" আমি কখনও হযরত উম্মুল মোমিনীকে হুযুরের উপর কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে দেখি নি। তিনি সব সময় হযরত সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন এবং তাঁকে প্রীত রাখতেন।

তৎকালীন যুগের রীতি ও পরিবেশ অনুযায়ী হযরত আম্মা জান (রা.)-এর প্রতি হুযুর (আ.) -এর আচরণ বেমানান ছিল। সে সম্পর্কে আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকুটি (রা.) বলেন-

" অন্দর মহলের পরিচারিকারা যারা কি না সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে হয়ে থাকে আর সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলা যাদের ধাতে নেই, তারা এই বিষয়টি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করত, আর অবাক হয়ে লক্ষ্য করত। সমকালীন যুগ ও পরিবেশের পরিচিত আচরণের সঙ্গে তুলনায় সম্পূর্ণ এক বিপরীত আচরণ দেখে বিস্মিত হয়ে তাদের কয়েকবার আমি বলতে শুনেছি, ' মিরজা বিবি দি গাল বড়ি মান্দা হ্যায়।' অর্থাৎ মির্যা সাহেব নিজের স্ত্রীর কোন কথা ফেলেন না।

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উপদেশ বাক্য হিসেবে তিনি (আ.) বলেন-

' পুরুষ হয়ে মহিলার সঙ্গে যুদ্ধ করাকে আমি চরম লজ্জাকার বিষয় বলে মনে করি। খোদা তা'লা আমাদেরকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ এটি আমাদের উপর তাঁর পরম আশিস। এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহিলাদের প্রতি বিনম্র ও সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ করা কর্তব্য।

(সীরাত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম, পৃ: ৪৫, প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি)

হযরত আম্মা জান (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অতিথিদের আনাগোনার আধিক্যের কারণে অনেক সময় অনিচ্ছকৃতভাবে ত্রুটি থেকে যেত। হুযুর (আ.)-এর অনুরাগী তাঁর সাহাবীরাও একথাটি উপলব্ধি করতেন যে, তাঁর অসুস্থতা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মব্যস্ততার কারণে বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা ও আহারের প্রয়োজন। এমনই এক সময়ের কথা উল্লেখ করে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম (রা.) সিয়ালকুটি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুনশী আব্দুল হক সাহেব অফ লাহোর, যিনি পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, একবার হুযুর (আ.) কে বলেন-

আপনার কাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল। আপনার মাথায় বিশাল কর্তব্যের বোঝা রয়েছে। শরীরের প্রতি আপনার বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত আর প্রত্যহ এক বিশেষ প্রকার শক্তিবর্ধক আহার খাদ্যতালিকায় যুক্ত হওয়া উচিত। তাঁর এই কথাগুলির উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- কথাটি তো সঠিক। আমি দু-এক সময় বলেছিও, কিন্তু মহিলারা নিজেদের কাজে এতটাই নিমগ্ন থাকে যে, অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ থাকে না।

মুনশী আব্দুল হক সাহেব একথা শুনে বলেন- হযরত আপনি বকাঝকা করেন না, তাদের উপর দাপট দেখান না। আমি নিজের খাদ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় আয়োজন করে থাকি, আর আমার কথার অবাধ্য হওয়া দুঃসাধ্য। অন্যথায় আমি অন্যভাবে তাদের সায়েস্তা করি। ভালবাসার আতিশয্যে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকুটি (রা.) ধারণা করে বসেন যে, এটি হুযুরের জন্য উপযোগী হতে পারে, তাই তিনি কোন বিবেচনা না করেই একথার সমর্থন করে বসেন এবং নিবেদন করেন- মুনশী সাহেবের কথা সঠিক। হুযুরকেও জোর করে কাজ হাসিল করা উচিত।' হুযুর (আ.) মৃদু হেসে বললেন- ' আমাদের বন্ধুদের এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত।'

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) বলেন, সেই মূহুর্তে আমি যে কতটা লজ্জিত হয়েছিলাম, সে খবর একমাত্র আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

(ক্রমশ:.....)

যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। কিন্তু মান সম্ভ্রম বিপন্ন হইলে বা ধন সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে মিথ্যা কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করে না এবং সত্য বলিতে নিশ্চুপ থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কি পাগল ও নাবালোক শিশু কি এই প্রকার সত্য কথা বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কেহ নাই যে কোন প্ররোচনা ছাড়া অকারণে মিথ্যা বলে। অতএব যে সত্যবাদীতা কোন ক্ষতির আশঙ্কার সময় পরিত্যাগ করা যায়। তাহা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া কখনও গণ্য হইতে পারে না । সত্যবাদীতা প্রমাণের ইহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কঠিন সময় ও ক্ষেত্র। যখন নিজের প্রাণ ধন সম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে কুরআনে শিক্ষা হল-

" প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাবাদীতা হইতে বিরত হও"। (২২: ৩১)

অর্থাৎ মিথ্যা ও এক প্রতিমা। ইহার উপর ভরসা কারী খোদার ভরসা ছাড়িয়া দেয়, সুতরাং মিথ্যা বলায় তাহাকে খোদাকে হারাইতে হয়। আল্লাহ্ আরও বলেন :-

" যখন তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহুত হও , যাইতে অস্বীকার করিও না (২:২৮৩) ।

এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করিও না । যে সত্য গোপন করে তাহার হৃদয় পাপী (২:২৮৪)।

যখন তোমরা বল, তখন এ কথাই বলিবে যাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা এবং বিচারের কথা (৬:১৫৩)।

কোন নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান হইলেও সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিত। মিথ্যা বলিবে না যদিও সত্য বলায় তোমাদের প্রাণের ক্ষতি হয়। তাহাতে তোমাদের মাতা পিতার অনিষ্ট হয়, কিংবা অন্য নিকটাত্মীয় ব্যক্তি যেমন, পুত্র-পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪:১৩৬)।

কোন জাতীয় শত্রুতা যেন তোমাদিগকে সত্য সাক্ষ্য দানে রোধ না করে (৫:৯)।

সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যপরায়ণা স্ত্রীলোক মহা পুরস্কার লাভ করিবে (৩৩:৩৬)।

তাহাদের আচরণ অন্যকেও সত্য-পরায়ণতার উপদেশ ও উৎসাহ দেয় (১০৩:৪)।

এবং মিথ্যবাদীদের মজলিসে তাহারা বসে না (২৫:৭৩)।

(ইসলামী নীতিদর্শন , রুহানী খাজায়েন ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৬১)

ব্যাভিচারিতা হইতে বিরত থাক

আবার এই দ্বিতীয় শর্তে ব্যাভিচারীতা হইতে দূরে থাকিবার শর্ত রহিয়াছে এই সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআন এ উল্লেখ করিয়াছেন

এবং তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা। একটি হাদিসে মহম্মদ বিন সিরিন বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) নিম্নলিখিত বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন পরে একটি বৃহৎ বর্ণনা ব্যক্ত করেন যাহার মধ্য হইতে একটি উপদেশ হইল যে, "ইফ্ফত অর্থাৎ পবিত্রতা এবং সত্যবাদীতা, ব্যাভিচারীতা এবং মিথ্যা বাক্যালাপ হইতে উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

(বনী ইসরাঈল আয়াত: ৩৩)

(সুনান দারকুতনি, কিতাবুল অসায়া বাব ইয়াসতাহেব্বু বিল আসায়াতু মিন তাশহুদে ওয়াল কালাম)

এইখানে ব্যাভিচারীতা এবং মিথ্যাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহাতে বোঝা যাইতেছে যে, মিথ্যা কত দূরহ পাপ। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,

"ব্যাভিচারের কাছেও যাইবে না (১৭:৩৩)। অর্থাৎ এমন আচার আচরণ হইতে দূরে থাকিবে, যাহা মনে কু-ভাবের উদ্রেক করিতে পারে । এমন সমস্ত পথ অবলম্বন করিবে না, যেখানে এই পাপ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যাভিচার করে সে পাপকে শেষ সীমানায় পৌঁছায় । ব্যাভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, ইহা গন্তব্য পথ কে রুদ্ধ করে এবং তোমাদের শেষ গন্ত্যব্যস্থলের জন্য এ পথ অতীব বিপজ্জনক। যাহার বিবাহ করার সামর্থ্য নাই তাহার কর্তব্য সে নিজ পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করিবে (২৪:৩৪)। যেমন, রোজা ব্রত পালন করিবে, স্বল্পাহার করিবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করিবে।

(ইসলামী নীতিদর্শন রুহানী খাজায়েন ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)

আপনি বলেন ঐ সমস্ত কর্ম হইতে দূরে থাক যাহার মাধ্যমে অন্তরে বাসনার উদ্ভব ঘটে কখনও কখনও যুবক দিগের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা থাকে না তাহাদের মধ্যে সিনেমা (চলচিত্র) দেখার কু-অভ্যাস দেখা যায় এবং এমন সমস্ত সিনেমা দেখে যাহা দেখা একেবারেই অযোগ্য এবং খুবই অশ্লীল ইহা হইতেও নিজেদেরকে পবিত্র রাখিতে হইবে কারণ ইহাও ব্যাভিচারের একটি অঙ্গ।

কামলোলুপ দৃষ্টি হইতে সংযত হও

দ্বিতীয় শর্তের মধ্যে উল্লিখিত একটি বিশেষ পাপ কামলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতে দূরে থাকা । যাহারা আভিধানিক অর্থ "গয্বসর" বা দৃষ্টি নিম্ন মুখী করা। একটি হাদিসে আছে আবু রেহানা বর্ণনা করেন যে, একটি যুদ্ধে সে রসূল করীম (সাঃ) এর সঙ্গে ছিল। এক রাতে সে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, তিনি বলেন, "অগ্নি ঐ চক্ষুকে স্পর্শ্ব করিতে পারিবে না যাহা খোদার পথে জাগ্রত থাকে । এবং ঐ চক্ষুর জন্যও হারাম যে চক্ষু হইতে খোদার ভয়ে ভীত প্রদ হইয়া অশ্রু নির্গত হয়।"

আবু শরীহ্ বলেন যে, আমি একটি বর্ণনা কারীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, অগ্নি ঐ চক্ষুর জন্যও হারাম যে চক্ষু খোদা প্রদত্ত নিষিদ্ধ বস্তু সমূহকে দর্শন করিবার পরিবর্তে চক্ষু অবনত রাখে এবং সেই চক্ষুর জন্যও হারাম যাহা খোদার রাস্তায় বিলীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(সুনান দারমি কিতাবুল জেহাদ, বাব ফিল্লাজি ইয়াসহার ফি সাবিলিল্লাহে হারেসান)

আরও একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওবাদা বিন সাম্ত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সাঃ) বলেন যে, তুমি নিজেদেও জন্য ছয়টি কথার জামানাত (নিশ্চয়তা) আমাকে প্রদান কর(রসূল (সাঃ) বলিলেন যে, আমি তোমাকে জান্নাতে (স্বর্গে) যাইবার সুসংবাদ দিব।) বলেন ১) সর্ব প্রথম যখন কথা বার্তা বলিবে সত্যতা অবলম্বন করিবে। ২) যখন তুমি প্রতিশ্রুতি করিবে তাহা পরিপূর্ণের জন্য আনুগত্য করিবে। ৩) যখন তোমার নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা দাবী করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রাপককে দিয়ে দাও। (ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিবে না)। ৪) নিজ লজ্জা স্থানের সুরক্ষা করিবে। ৫) দৃষ্টি নিম্নমুখী (সংযত) রাখ। ৬) নিজ হস্ত সমূহকে অন্যায়-অত্যাচার হইতে বিরত রাখ।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, প্রকাশন বায়রুত)

হযরত আসহিদ খুদরি (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, রাস্তার মধ্যে সভার আয়োজন করিও না তিনি বলিলেন , ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাস্তার মধ্যে সভা করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। তখন রসূল (সাঃ) বলিলেন যদি উপায় না থাকে তবে রাস্তার অধিকার বজায় রাখ। তিনি প্রশ্ন করিলেন তবে রাস্তার অধিকার গুলি কিকি? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলিলেন ১) প্রত্যেক পথিকের সালামের উত্তর দান করিবে। ২) দৃষ্টি নিম্নমুখী (সংযত) রাখ। ৩) রাস্তা জিজ্ঞাসা কারীর (পথভ্রষ্ট কারীর) পথ নির্দেশনা কর। ৪) ন্যায় সংগত কার্যের আদেশ প্রদান কর এবং অসংযত কাজ করিতে নিষেধ কর।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১ প্রকাশন বায়রুত)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন কোরআন শরীফ যাহা মানব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী এবং দূর্বলতা সমূহের কথা চিন্তা করিয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষা দিয়াছে। কেমনই সুন্দর পথ অবলম্বন করা হয়েছে।

'তুমি মোমেন দিগকে বল তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি কে সংযত রাখে, এবং তাহাদের লজ্জা স্থান সমূহের হেফাযত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে।' (২৪:৩১)

ইহা ঐ সমস্ত পন্থা যাহার মাধ্যমে তাহাদিগের আত্মা পরি হইবে। 'ফুরুজ' শব্দের অর্থ কেবল লজ্জা স্থানই নয় বরং শরীরের প্রত্যেক ছিদ্র যাহার মধ্যে কর্ণ ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত আছে। এবং ইহার মধ্যে এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা করা হইয়াছে যে অপরিচিত পরনারীর বাদ্য গীত শ্রবণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। স্মরণ রাখিও সহস্রাধিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই বাস্তব সত্যটি প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানব জাতির জন্য যে সমস্ত বিষয় গুলির উপর খোদা তা'লা নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অবশেষে মানুষকে এই বিষয় সমূহ হইতে বিরত থাকিতেই হয়।

যুগ ইমামের বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩৩)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 14 Feb, 2019 Issue No.7

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(মালফুজাত ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)

পুনরায় তিনি (আঃ) বলেন : এই বিধি নিষেধের শর্ত সমূহ মান্য করা পুরুষ মহিলা সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য । পর্দা করিবার আদেশ যেমন মহিলাদিগের উপর বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তেমনি সম ভাবে পুরুষদিগকেও ইহার পুঙ্খানু-পুঙ্খ পালন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেমন সংযত দৃষ্টিপাত ,নামায, রোজা, জাকাত, হজ্ব ব্রত পালন, হালাল, হারাম (পবিত্রতা অপবিত্রতা) এর বিবেচনা এবং ঐশী আদেশের সমক্ষে নিজ চারিত্রিক আড়ম্বরতা এবং কু-প্রথা কে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করা ইত্যাদি এমনই বিধি নিষেধ যাহার মাধ্যমে ইসলামের রাস্তা অতীরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।এবং সেই কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি এই রুদ্ধ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না।

(মালফুযাত ৫ম খণ্ড, পৃঃ৬১৪ নতুন এডিশন)

আশা করি এর মাধ্যমে পুরুষ সমাজ অবগত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের ও দৃষ্টি অবনত রাখা প্রয়োজন। লজ্জা কেবল মহিলাদিগের জন্য সীমাবদ্ধ নয় ইহা পুরুষ দিগের জন্য ও বিদ্যমান।

পুণরায় তিনি বলেন : " খোদাতা'লা পরিবেষ্টিত স্বভাব অর্থাৎ চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে কেবল উচ্চমার্গের শিক্ষা দেন নি বরং মানুষকে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি বিশেষ প্রতিকারের কথা ও উল্লেখ করিয়াছেন যথা-

১) না মহররম (ঐ সমস্ত নারী যাহাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) পর নারীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতে চক্ষুকে সংযত রাখা।

২) কর্ণ দ্বয়কে না মহররম (পর নারীর) শব্দ শ্রবণ হইতে পবিত্র রাখা।

৩) পরনারীর গল্প না শোনা । ৪) এমন সমস্ত আচার অনুষ্ঠান হইতে নিজেকে রক্ষা করা। যাহা মনে কু-কর্মের উদ্রেক করিতে পারে।

৫) যাহাদিগের বিবাহ না হইলে রোজা রাখা ইত্যাদি নাই তাহাদিগকে তিনি (আঃ) বলেন " এই খানে আমরা সু-দৃঢ় দাবীর সঙ্গে বলিতেছি যে, এই সকল চেষ্টা তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যাহা কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভাবে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তাহা এই যে মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যাহা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তাহা হইতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হইতে পারে না। বরং মহা বিপন্ন হইয়া পড়ে, সেই কারণেই খোদাতা'লা আমাদিগকে অনুমতি দেন না যে, আমরা না-মোহরাম স্ত্রীলোক দিগকে অবাধে দর্শন করি, তাহাদের শোভাও সৌন্দর্য সব দেখিয়া লই এবং তাহাদের নাচ, অঙ্গ ভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু পবিত্র মনবৃত্তি লইয়া শুনি বরং আমাদিগকে তাকিদ (আদেশ) করা হইয়াছে যে আমরা যেন না-মোহরাম স্ত্রীলোক কে এবং তাহার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গ গুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অ-পবিত্র কোন দৃষ্টিতে নহে। তাহাদের সুকণ্ঠ তাহাদেও সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি। পবিত্র ভাব দ্বারাও নহে বরং আমাদের কর্তব্য আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুসম ভয় ও ঘৃণা করি যাহাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যেকোন সময় পদস্খলন হইতে পারে। সুতরাং যেহেতু খোদাতা'লা চাহেন যে, আমাদের চক্ষু হৃদয় এবং আমাদের মনভাব সবই যেন পবিত্র থাকে।

সেই জন্য তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধ কারী শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলা মেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম নরম রুটি রাখিয়া আশা করি যে, কুকুরের মনে এই রুটির কোন খেয়াল জন্মিবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভূল করিতেছি।সুতরাং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন, প্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোন লগ্ন বা ক্ষেত্র উপস্থিত না হয় , যাহাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়া ওঠে।

(ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী- রুহানী খাযায়েন ১০ম খণ্ড , পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪)

১ম পাতার শেষাংশ.....

বড় দাবি করছে, আর আস্ফালন করছে, অথচ কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র, তখন তিনি নিজের রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এমন জামাতের শাস্তি দানের জন্য তিনি তাদেরকে কুফ্ফারদের হাতে তুলে দেন। যারা ইতিহাসের জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন যে, একাধিক বার মুসলমানেরা কাফেরদের দ্বারা পর্যদুস্ত হয়েছে। যেমন-চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খান মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সঙ্গে সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি একাধিক বার ঘটেছে। এর একটিই কারণ আর তা হল, যখন আল্লাহ্ তা'লা দেখেন যে, কিছু মানুষ মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করছে ঠিকই, কিন্তু তাদের হৃদয় অন্যত্র পড়ে রয়েছে আর তাদের কার্যকলাপে কেবলই বস্তুবাদিতা রয়েছে, তখন তিনি এমন জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন।

কথা ও কাজে সামঞ্জস্য

খোদা-ভীরুতার দাবি হল, মানুষের কথা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে কি না তা বিবেচনা করে দেখা। যখন সে উপলব্ধি করে যে, কথা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, তখন তার বুঝে নেওয়া উচিত যে, সে ঐশী শাস্তির প্রকোপে পড়তে চলেছে। যে অন্তর অপবিত্র, তা খোদার দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না, কথা যতই পবিত্র হোক না কেন। অধিকন্তু সে খোদার শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। আমার জামাতের সদস্যদের একথা জানা উচিত যে, তারা আমার কাছে এসেছে এই উদ্দেশ্যে যেন আমি তাদের মধ্যে বীজ বপন করতে পারি। যার ফলে তারা ফলদায়ী বৃক্ষে পরিণত হবে। অতএব প্রত্যেকে আত্মাপর্যালোচনা করে দেখুক যে, তার অন্তরঙ্গ কিরূপ আর বহিরঙ্গ কিরূপ? খোদা না করুক, যদি আমাদের জামাতও এমনটি হয় যে, তাদের মুখে একথা থাকে, আর অন্তরে অন্য কথা, তবে পরিণতি শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন একটি জামাতের মানুষ কেবল মুখে ফাঁকা বুলি আওড়ায় ও দাবি করে, তখন তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। বদরের যুদ্ধের ভবিষদ্যাণী ঘোষিত হয়েছিল, সর্বত্র বিজয়ের আশা ছিল, কিন্তু তা সত্বেও আঁ হযরত (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) নিবেদন করলেন- যখন সকল প্রকার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেখানে এমন আকুল দোয়া প্রার্থনা করার প্রয়োজন কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, সেই সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিজয় সুসংবাদের নেপথ্যে কোন গোপন শর্ত রয়েছে কি না, তা তো বলা যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৩)

(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা)

আল্লাহ্‌র বাণী

" এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিলাসের সম্ভার মাত্র, এবং পরকালই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস।" (সূরা: মোমেন, আয়াত : ৪০))

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

"নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে। (আল মোমেন: ৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir